EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ
বার্কলি সভা ফলোআপ অনুষ্ঠান
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বনানী, ঢাকা
২৫শে জুলাই, ২০১৩

ড. সাদ আন্দালিব, নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ

ড. জায়দী সাত্তার, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান

অধ্যাপক রেহমান সোবহান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ চেয়ারম্যান

...এবং আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে আরো শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তুলতে আগ্রহী আমার মতো আপনাদের প্রত্যেককে

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল।

যারা প্রবাদের সেই অতীতের শুভ দিনের কথা মনে করেন তারা জানেন অতীতের চেয়ে সুন্দর পুষ্পময় দৃশ্য আর হতে পারে না।

শেক্সপিয়ার নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন।

আমি যখন বাংলাদেশে আমার অতীত নিয়োগকালের কথা চিন্তা করি...৭ই জুন ১৯৯৮ থেকে ২০০১ ... আমেরিকা ও বাংলাদেশের সম্পর্কের জন্য সেটা অনেক সহজ একটি সময় ছিলো। সেটা এমন এক সময় যা আমার মতো মানুষ পছন্দ করে তবে সত্য কথা বলতে তখন আমেরিকা কে.শলগত দৃষ্টি অন্যদিকে ছিলো।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ সংঘটিত ঘটনাবলীর জন্য সেসব পরিবর্তন হয়ে যায়।

৯/১১-এর পর বাংলাদেশ আমেরিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আমার বার্কলীতে দেয়া ৯/১১ পরবর্তী বিশ্বের ওপর উপস্থাপনার কথা সংৰেপে স্মরণ করলে বলতে হয় আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশ সহিংস চরমপন্থার একটি ধর্মনিরেপেৰ, মধ্যপন্থী, সহনশীল ও গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে বিবেচিত। দেশটি তার

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করে অঞ্চলে স্থিতিশীলতার প্রসার করে। এদেশ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সর্ববৃহৎ অবদানকারী হিসেবে বৈশ্বিক শান্তিতে সহায়তা করে।

বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, বর্ধিত বিনিয়োগ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও ভুমিকম্প থেকে মানুষের আরো বর্ধিত নিরাপত্তা অর্জনে আমেরিকার প্রয়াসের ৰেত্রেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মোট কথা, বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ বাংলাদেশ আমেরিকার কাছে গুরৰত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ আমেরিকার কাছে কে. শলগত গুরুত্ব বহন করে।

সেই বাস্তবতার বিবেচনায় আজ আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অতীতের তুলনা সর্বাধিক শক্তিশালী, গভীর, বিস্তৃত। আমেরিকা বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বাজার; আমেরিকা বাংলাদেশের বৃহত্তম বিনিয়োগকারী; আমেরিকা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রেমিটেন্সের উৎস; আমেরিকা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিপাৰিক উনড়বয়ন অংশীদার। কেবল বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট ওবামার চারটি জ্বশ্বিক উদ্যোগের অংশীদার - জ্বশ্বিক স্বাস্থ্য, ফিড দ্য ফিউচার, জ্বশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বশ্বিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ।

বার্কলীতে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে বাংলাদেশ ও আমেরিকা উভয়ের সুবিধার জন্য এই অংশীদারিত্ব বাংলাদেশী মানুষের জীবনমান উনড়বয়ন করছে। সুতরাং, আমি পুরোটা পুনরাবৃত্তি না করে শুধু এটুকু বলতে চাই - আমেরিকা ও বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাসে উলেৰখ্যযোগ্য ফলাফল অর্জন করেছে যার ফলে বাংলাদেশীগণ এখন নিজ ই"ছর সংখ্যা বিশিষ্ট পরিবার গঠন করতে পারে, এতে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়েছে, পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে, সহিংস চরমপন্থা মোকাবেলা করা গিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা গিয়েছে, সমুদ্র ও স্থলসীমান্ত নিরাপদ হয়েছে এবং এই তালিকা চলতেই থাকে।

বার্কলীতে আমার দেয়া বক্তব্যে, গত নভেম্বর মাসে তাজরীন ফ্যাশনসের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর শ্রম অধিকার ও কর্মৰেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে আমেরিকার উদ্বেগের কথা বলেছিলাম আমি। অবশ্য, বার্কলীর সেই বক্তব্যের পর পোশাক খাতে শ্রমিক নিরাপত্তা বিষয়ে অনেক কিছু হয়েছে। এপ্রিল মাসে, রানা পৰাজা ধ্বস, ১১২৯ জনের মৃত্যু ঘটে, শত শত মানুষ বিকলাঙ্গ এবং হাজারো পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। এই দুর্যোগ কোনো দূর্ঘটনা নয়; এটা ছিলো লোভ ও দুর্নীতির কারসাজি। আর আজ আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ৰেত্রে শ্রমিকদের অধিকার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে আছে।

২৭শে জুন, প্রেসিডেন্ট ওবামা জিএসপির আওতায় উনড়বয়নশীল দেশ হিসেবে সুবিধাভোগকারী হিসেবে বাংলাদেশের পদমর্যাদা স্থগিত ঘোষণা করেন কারণ বাংলাদেশ দেশের শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক

অধিকার প্রদানে কিছু করেনি বা কোনো পদৰেপ গ্রহণ করেনি। আমার মা সবসময় বলেন যে জীবনের কালো মেঘের ঘনঘটায় প্রায়ই আশার রশ্মিরেখা দেখা যায়। আমার বিশ্বাস তাজরীন ফ্যাশন ও রানা পৱাজার মতো কালো, অন্ধকার মেঘের মধ্যেও প্রত্যাশার রশ্মিরেখা বিদ্যমান। আমার বিশ্বাস এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে গভীর, মে.লিক পরিবর্তন আনয়নের ডাক দিয়েছে। এমন পরিবর্তন যা এই খাতের চ্যালেঞ্জসুলভ শ্রম অধিকার ও কর্মৰেত্রে নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো মোকাবেলা করবে, এমন পরিবর্তন যা নিশ্চিত করবে যে আর কখনো যেন তাজরীন ফ্যাশন বা রানা পৱাজার মতো ঘটনা না ঘটে, এমন পরিবর্তন যা পোশাক খাতকে জ্বশ্বিক মানসম্মত করে তুলবে, এমন পরিবর্তন যা বাংলাদেশকে ‣বশ্বিক বাজারে একটি একঘরোয়া ব্র্যান্ড নয় বরং অগ্রাধিকারসম্পনড়ব ব্র্যান্ডে পরিণত করবে।

আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এক অভূতপূর্ব পন্'ায় অংশগ্রহণ করছে যাতে বাংলাদেশের পোশাক খাতে এই প্রয়োজনীয় গভীর মে.লিক পরিবর্তন প্রণয়ন করা যায় যাতে নিশ্চিত হবে যে আর কোনো তাজরীন ফ্যাশন বা রানা পৱাজা ভবন ধ্বসের ঘটনা না ঘটে।

৮ই জুলাই জেনেভাতে বাংলাদেশ ও ইইউ আইএলও'র সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যাতে শ্রম অধিকার ও কারখানার নিরাপত্তা অব্যাহত উনড়বয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ‣তরি পোশাক খাত টেকসই হয়ে ওঠে সেটা নিশ্চিত করা যায়।

১৯শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্র সেই চুক্তির সঙ্গে সংযোজিত হয় এবং আমেরিকা সেই চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে ইইউ, বাংলাদেশ ও আইএলও'র সঙ্গে কাজ করতে চায়।

ঐ একই দিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা ফিরে পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করে। সেই চুক্তিতে শ্রমিকরা যাতে স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হতে পারে এবং নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারে এরকম আরো অনেকগুলো পদক্ষেপের মতো প্রতিশ্রুতিগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মপরিকল্পনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যদিও কর্মপরিকল্পনায় কিছু বাড়তি দৃঢ় কর্মপদ্ধতির সংযোজনের প্রয়োজন যেগুলো শ্রম কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রসার করবে।

ক্রেতারাও বাংলাদেশের পোশাক খাতে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করতে জ্বশ্বিক অভিযানে যুক্ত হয়েছে। আমেরিকাতে ওয়ালমার্ট, গ্যাপ, টার্গেট ও অন্যান্য বড় ব্র্যান্ড সহ সতেরোটি ব্র্যান্ড ১০ই জুলাই বাংলাদেশের শ্রমিক নিরাপত্তা জোটের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন এবং ১৩ই মে কিছু গুরৰত্বপূর্ণ আমেরিকান ব্র্যান্ড সহ অধিকাংশ ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড মিলে বাংলাদেশের অগিড়বকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা চুক্তির ঘোষণা করেন। এই চুক্তিতে এখন

৮০টিরও বেশী ক্রেতা যুক্ত হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো ক্রেতাদের সেসব কারখানা থেকেই নিজেদের পণ্য সংগ্রহ করতে বাধ্য করে যেসব কারখানা নিরাপদ এবং যেসব কারখানায় নিরাপত্তার ৰেত্রে এখনো ঘাটতি রয়েছে তাদের সেই ঘাটতিগুলো পূরণে প্রতিশ্রৰতিবদ্ধ করে।

অবশ্য বাংলাদেশ সরকার এই খাতে পরিবর্তন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকার অধিকারী। ১৫ই জুলাই বাংলাদেশের সংসদ বাংলাদেশ শ্রম আইন সংস্··ার পাশ করে। কিছু ঘাটতি থাকা সত্বেও এই সংস্··ারগুলো শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারের প্রতি সহায়ক এবং ফলপ্রসূতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখে যেখানে আইএলও'র বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচি শীঘ্রই শুরৰ করা যাবে। বেটার ওয়ার্ক সংশিৰষ্ট ব্যবস্'াপকগণ বিষয়টি নিয়ে এই মুহুর্তেও আলোচনা করছেন তবে আমরা এখন অন্য আরেকটি বিশাল ইতিবাচক উনড়বয়নের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

আইএলও এক বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করছে যা আইএলও ও বাংলাদেশ সরকারকে একসঙ্গে কাজ করে এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করতে সহায়তা করবে যার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শ্রম বিষয়ে গৃহীত বিভিনড়ব উদ্যোগ ও প্রয়াসকে একটি সমন্বিত ও একমুখী কর্মপরিকল্পনায় পরিণত করবে। এতে করে সকল পোশাক ও নিটওয়্যার কারখানাকে নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার বিষয়ে মানসম্পনড়ব করে গড়ে তোলা নিশ্চিত করা যাবে।
আমেরিকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য বন্ধুরা অন্যান্য উদ্যোগেও অর্থায়ন করছে যেগুলো পোশাক খাতের নির্দিষ্ট কিছু উদ্বেগের মোকাবেলা করবে।

বাংলাদেশ যাতে আবার জিএসপি সুবিধা ফিরে পায় তার জন্য আমি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করছি যাতে কর্মপরিকল্পনায় উদ্ধৃত বিষয়গুলো কিভাবে সর্বোত্তমভাবে মোকাবেলা করা যায়।
শক্তিশালী, ‣বচিত্র্যময়, লাভজন পোশাক খাত যেখানে শ্রমিকগণ ন্যায়সঙ্গত বেতন ও সঠিক আচরণ পাবে যেখানে তারা নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে, সেই পোশাক খাতই আমার স্বপেড়বর মধ্য আয়ের বাংলাদেশ বাস্তবায়িত করতে সক্ষম।

মোদ্দা কথা শ্রমিকগণ ন্যায্য বেতন পায়, সদারণ পায় এবং যেখানে কর্মপরিবেশ নিরাপদ এমন একটি শক্তিশালী, জ্বচিত্র্যময়, লাভজনক পোশাক খাত সেই বাংলাদেশের বাস্তবায়নে মূল চালিকাশক্তি যে বাংলাদেশে সকলের কাছে নিজ পরিবারকে নিরাপদ, সুরিৰত আশ্রয়, পর্যাপ্ত পুষ্টিসম্মত খাদ্য, ভালো স্বাস্'্যসেবা ও মানসম্মত শিৰা প্রদানের সুযোগ থাকবে।

আশা করি বাংলাদেশের পোশাক খাতে শ্রম অধিকার ও কর্মৰেত্রের নিরাপত্তা বিষয়ে আমেরিকার অংশগ্রহণের এই বিস্তারিত বিবরণ আমেরিকা-বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের প্রতি"ছবি তুলে ধরতে সহায়ক হয়েছে।

আমেরিকা ও বাংলাদেশের এই অংশীদারিত্বকে আরো শক্তিশালী করতে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রবাসীগোষ্ঠীর গুরৰত্ব ভূমিকা রয়েছে। এই প্রবাসীগোষ্ঠীকে দ্বিপাৰিক সম্পর্কের প্রসারের ৰেত্রে অন্তর্ভূক্ত করা আমার প্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি লৰ্য যা আমি আমেরিকাব্যাপী নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন থেকে পোর্টল্যান্ড, ওরিগন, সিলিকন ভ্যালি ও লস অ্যাঞ্জেলেস অবধি বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যা"ছি। আমার পরবর্তী গন্তব্য হবে মিশিগান ও টেক্সস। অবশ্য, বিডিআইও আমার মতোই বিশ্বাস করে যে দ্বিপাৰিক সম্পর্কগুলোর শক্তিশালী ও প্রসারের ৰেত্রে আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী প্রবাসীগোষ্ঠীর অনেক কিছু করার রয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার অংশীদারিত্বে বাংলাদেশী আমেরিকান প্রবাসীগোষ্ঠী আরো অন্তর্ভূক্ত করতে ঢাকা স্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় দূতাবাসে আমরা নিবেদিত।

আমরা লিফটবাংলা নামক একটি অনলাইন ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা ও পরীৰার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি। এই ওয়েবসাইট একটি সমাজসেবামূলক পোর্টাল যা বাংলাদেশের ন্যায্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রবাসীগোষ্ঠীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে। বাংলাদেশী-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সকল আলোচনায় একটি বিষয় বার বার উঠে এসেছে আর তা হলো প্রবাসীগোষ্ঠীর সদস্যদের বাংলাদেশের প্রতি এই বিশ্বাসের সঙ্গে অবদান রাখা যে তাদের তাদের অবদানগুলো কার্যকরি ও ভালো পথে ব্যবহৃত হবে। আমার বিশ্বাস লিফটবাংলা বাংলাদেশী আমেরিকানদের বাংলাদেশে এই বিশ্বাসের সঙ্গে অনুদান প্রদান করার সুযোগ কওে দিবে যে তারা জানবে যে তাদের অবদান আকাঙ্খিত উপায়েই ব্যবহৃত হ"ছে।

পাশাপাশি, বাংলাদেশী উদ্যোক্তা চেতনার আরো প্রসারের লৰ্যে আমাদের নতুন এডওয়ার্ড এম. কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড আর্টস এই গ্রীষ্মে দি এন্টারপ্রেনারশিপ ইনিশিয়েটিভ উদ্বোধন করতে যা"ছে। এই কর্মসূচিটি একটি উদ্ভাবনী সামাজিক ব্যবসা উনড়বয়ন কর্মসূচি যা তরৰণ স্থানীয় উদ্যোক্তা ও বাংলাদেশী আমেরিকান পরামর্শকদের মধ্যে সমৃদ্ধ পেশাদারী সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

ইএমকে এন্টারপ্রেনারশিপ ইনিশিয়েটিভ চারটি প্রকল্পের ওপর গুরত্বারোপ করবে:

১) বাংলাদেশী শিল্পখাতগুলোর উনড়বয়নে সহায়তা করতে পারবে এমন বাংলাদেশী আমেরিকান প্রবাসীগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে একটি গবেষণা কোষ গড়ে তুলবে; বাংলাদেশী ও প্রবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে একটি অনলাইন সংযোগস্’ল গড়ে তুলবে; এবং স্’ানীয় ব্যবসায়ী ও নারীদের যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রবাসীগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে দেশব্যাপী প্রবাসী পরামর্শক কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

২) বাংলাদেশী অনুপ্রাণিত তরৰণ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কাজ করে এই উদ্যোগ একটি উদ্যোক্তাচেতনা উনড়বয়ন কর্মসূচি গড়ে তুলবে যা প্রত্যেক শিল্পখাত থেকে সদ্য আরম্ভহওয়া ব্যবসা চিহ্নিত করবে, তাদের প্রশিৰণ দিবে এবং তাদের ব্যবসাকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহের সুযোগ করে দিবে।

৩) তৃতীয় একটি প্রকল্প সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ডিজাইনার পোশাক ও অলংকারাদি ডিজাইন ও উৎপাদনে প্রশিৰণ দিয়ে ৰমতায়ন করবে। পণ্যগুলো একজন বাংলাদেশী প্রবাসীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করা হবে।

৪) এবং পরিশেষে এই উদ্যোগটি নারীদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার ওপর গুরৰত্বারোপ করে মেধাবি তরৰণ মনগুলোর পরিকল্পনাগুলো ফলপ্রসূ করতে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অর্থায়ন এবং অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করবে। একইসঙ্গে, প্রকল্পটি বাংলাদেশের প্রযুক্তি ৰেত্রে সদ্য আরম্ভ হওয়া ব্যবসায়িক জনগোষ্ঠীর সহায়ক শক্তিশালী ও টেকসই অবকাঠামো গড়ে তুলবে।

এই এনটারপ্রেনারশিপ উদ্যোগ নিয়ে আমি বেশ রোমাঞ্চিত। আমি আশা করি এটা বাংলাদেশের পরবর্তী ব্যবসায়ি নারী ও পুরৰষ প্রজন্মকে চিহ্নিত, উনড়বত ও উৎসাহিত করবে।

লিফটবাংলা ও এই নতুন এনটারপ্রেনারশিপ ইনিশিয়েটিভের সাফল্য বাংলাদেশী আমেরিকান প্রবাসীগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পুরো পেশাজগতের সবচেয়ে মেধাবি, সবচেয়ে উদ্যমী, সবচেয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা, শিৰাবিদ এবং পেশাজীবী অন্তর্ভূক্ত।

আমার বিশ্বাস প্রবাসীগোষ্ঠী - উদ্ভাবক, ব্যবসায়ি, পেশাজীবী, শিৰাবিদ, উদ্যোক্তা - বাংলাদেশের উদীয়মান উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে ভালোভাবে শিৰিত করতে, প্রশিৰণ দিতে, অনুপ্রাণিত করতে পারবে।

বাংলাদেশের আকাঙ্খাগুলো বাস্তবায়নে সহায়তার ৰেত্রে বাংলাদেশী আমেরিকানগণ এক প্রভাবশালী শক্তির ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে।

আমার বিশ্বাস বিডিআইয়ের মতো দলগুলো বাংলাদেশী-আমেরিকানদের বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে বা পুনরায় গড়ে তুলতে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল তরৰণ বাংলাদেশীদের পরামর্শ প্রদান করে আপনারা তাদের পরিকল্পনাগুলোকে অনুপ্রাণিত করেন, সেগুলোর লৰ্যস্’ির করেন। আপনারা তাদের এনটারপ্রেনারশিপ ইনিশিয়েটিভ প্রদত্ত সুযোগগুলো নিয়ে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করতে পারেন। আর

আপনারা যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পারেন। আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ বাংলাদেশী আমেরিকান প্রবাসীগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের মধ্যে আরো গভীর অংশীদারিত্বের প্রসারের অব্যাহত প্রচেষ্টার সাম্প্রতিক উদাহরণ।

আমি এই ভালো উদ্যোগগুলোকে সাধুবাদ জানাই ও এগুলোকে সমর্থন করি এবং আমেরিকা ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আরো বড়, বিস্তৃত, শক্তিশালী সম্পর্কের সেতু গড়ে তোলার আমাদের উভয়ের লব্যের প্রতি একসঙ্গে কাজ করতে আমি ও আমার মিশন প্রতিশ্রবতিবদ্ধ। এই প্রচেষ্টায় আপনাদের সাফল্য আমেরিকা ও বাংলাদেশ উভয় দেশের মানুষের সুবিধা সংশিব্লষ্ট।

ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত